বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি
BCS General Education Association
শিক্ষাবিদ ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ, মেহেরবা প্লাজা (১৪শ তলা), ৩৩ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০ ই-মেইল: bcsgea1618@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.bcsgea.org.bd ফোন: ০১৭২০১৬৫৫৫৬ (সভাপতি) ০১৮১৮০৮৪৩৫৪ (মহাসচিব)

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভার কার্যবিবরণী

তারিখঃ ২৪ সেপ্টেম্বর' ২০২২, শুক্রবার, সময়ঃ সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান: শিক্ষাবিদ ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ, মেহেরবা প্লাজা, ঢাকা।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ৫ম সভা ২৪ সেপ্টেম্বর'২০২২, শুক্রবার, সকাল ১০.০০ ঘটিকায় সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে (শিক্ষাবিদ ইন্সটিটিউশন, মেহেরবা প্লাজা, ঢাকা) অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি প্রফেসর মোঃ মামুন উল হক সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভা পরিচালনা করেন সমিতির মহাসচিব জনাব মোঃ শওকত হোসেন মোল্যা। সারা দেশ থেকে আগত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দ এ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভার আলোচ্যসূচি:
১। বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন
২। মহাসচিব কর্তৃক সাংগঠনিক কাজের প্রতিবেদন পেশ
৩। বিভিন্ন সাব কমিটির কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা
৪। শিক্ষাবিদ ইন্সটিটিউট পরিচালনা পরিষদ গঠন
৫। বিভিন্ন মামলার অবস্থা পর্যালোচনা এবং মামলা পরিচালনার তহবিল সংগ্রহ
৬। সমিতির ইউনিট কমিটি ও জেলা কমিটি গঠন কার্যক্রমের অগ্রগতি
৭। সদস্য চাঁদা সংগ্রহ
৮। ইনসিটু ও ওএসডি কর্মকর্তাদের বাড়ীভাড়া
৯। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
১০। ৪০তম বিসিএস ব্যাচের যোগদান
১১। বিবিধ (অধ্যক্ষ সম্মেলন, সিঙ্গেল ম্যান কর্মকর্তাদের বদলি, প্রিসাইডিং আফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন, শিক্ষাবিদ ইন্সটিটিউট এর বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স, সমিতির হিসাব অডিট, সমিতির ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ ইত্যাদি)

সভার শুরুতে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মৃত্যু এবং সমিতির মহাসচিবের মাতাসহ অন্যান্য সদস্যদের প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন, প্রফেসর গোলাম মোস্তফা, যুগ্ম মহাসচিব ও অধ্যক্ষ, সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর। এরপর সমিতির মহাসচিব জনাব মোঃ শওকত হোসেন মোল্যা দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এ পর্যন্ত সাংগঠনিক কাজের প্রতিবেদন পেশ করেন। সভায় বিগত সভায় গঠিত উপ কমিটিসমূহের অগ্রগ্রতি প্রতিবেদন ও রিপোর্ট পেশ করা হয়। উপস্থিত সদস্যগণ এসব প্রতিবেদনের উপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন। সভায় বক্তব্য রাখেন, সহ-সভাপতিবৃন্দ প্রফেসর দবিউর রহমান, প্রফেসর ড. আবু জাফর খান, প্রফেসর কাজী শফিকুর রহমান, প্রফেসর গোলাম মোস্তফা, প্রফেসর কাজী ফারুক আহাম্মদ, প্রফেসর ড. আ জ ম রুহুল কাদির, প্রফেসর মো: আশরাফুল কবীর, যুগ্ম মহাসচিববৃন্দ যথাক্রমে বিপুল চন্দ্র সরকার, প্রফেসর গোলাম মোস্তফা, আবদুর রাজ্জাক খান, লোকমান ভূঁইয়া, সাংগঠনিক সচিববৃন্দ জনাব মোঃ তানভীর হাসান, মোস্তফা নাসিরুল আযম, কোষাধ্যক্ষ এস এম কামাল আহমেদ, সাংগঠনিক সচিববৃন্দ মোহাম্মদ ইলিয়াছ, মোহাম্মদ কামরুজ্জমান চৌধুরী, কামরুন নাহার, ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল, তোফাজ্জল আলী প্রমূখ। এছাড়াও বক্তব্য প্রদান করেন মুহাম্মদ ফাতিহুল কাদীর সম্রাট(প্রচার সচিব), কাজী আসাদুল ইসলাম চপল (তথ্য ও গবেষণা সচিব), মো: দেলোয়ার হোসেন (আইন সচিব), সিদ্দিকুর রহমান (সেমিনার সচিব), কাজী হাসানুজ্জমান (প্রকাশনা সচিব), মোঃ মাঈন উদ্দিন (সমাজকল্যাণ সচিব), আদনান হোসেন (সহ-তথ্য ও গবেষণা সচিব), রুহুল আমিন (সহ আইন সচিব), সরকার মো: শফিউল্লাহ দিদার (সহ-প্রচার সচিব), মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন (সহ-কোষাধ্যক্ষ) প্রমূখ। সভায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রফেসর ড. রসময় কীর্তনীয়া, এসএম মাহবুবুল আলম, খালেদা আক্তার, মো: দেলোয়ার হোসেন, সুবীর দাশ, শেখ জামাল, ইমরান নাজির, সামিয়া চাঁদ প্রমূখ সদস্যবৃন্দ বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

সভায় উপস্থিত বিভিন্ন উপ কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিবগণ নিজ নিজ কমিটির প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। উপস্থিত সদস্যবৃন্দ এসব রিপোর্টের উপর আলোচনায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টসমূহ সংযোজনের প্রস্তাব করেন। আলোচনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিনির্ধারণী বিভিন্ন পদে শিক্ষা ক্যাডার থেকে পদায়ন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক আয় থেকে শিক্ষার্থী সংখ্যানুপাতে কলেজগুলোকে শিখন-শেখানো পদ্ধতির উন্নয়নে তহবিল বরাদ্দ, সকল স্তরে দ্রুত পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রয়োজনে পদোন্নতির দাবিতে কর্মসূচি প্রদান, ইউনিট ও জেলা কমিটি গঠনের কাজ ত্বরান্বিতকরণ, সদস্য চাঁদা আদায়ের বিষয়ে যোগাযোগ, বেসরকারি তহবিল সম্পর্কিত নীতিমালা ২০১৪ সংশোধন, সমিতির ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ, সমিতির মিটিং এর নোটিশ সকল সদস্যকে ই-মেইলে প্রেরণ, কমিটির রেজুলেশন স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ, সমিতির সভার রেজুলেশন সকল ইউনিটে ডাকযোগে প্রেরণ, সাত কলেজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রস্তাব তৈরির জন্য উপ কমিটি গঠন, সমিতির বিগত সময়ের আয়-ব্যয় নিরীক্ষণের জন্য অডিট টিম গঠন, কর্মকর্তাদের ৬ষ্ঠ এবং ৪র্থ গ্রেড প্রাপ্তির বিষয়টি নিষ্পত্তির কাজ দ্রুত শেষ করা, ওএসডি-ইনসিটু কর্মকর্তাদের বাড়িভাড়া সংক্রান্ত জটিলতার অবসান, বিসিএস নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) 'সরকারি সাধারণ কলেজসমূহের জন্য' শব্দসমূহ পরিবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ, পদসৃষ্টি, পদ আপগ্রেডেশন এর কাজ ত্বরান্বিতকরণসহ গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে অগ্রসর হবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
মামলা বিষয়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে আইন সচিব জানান,''বর্তমানে শিক্ষা ক্যাডারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ১০টি মামলায় বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি অন্তর্ভুক্ত হয়ে মামলা পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে ১৮ কলেজের মামলায় আত্তীকৃত শিক্ষকদের নন-ক্যাডার ঘোষণার প্রেক্ষিতে ২০১০ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ২০০০ বিধিতে জাতীয়করণকৃত কলেজের শিক্ষকদেরও নন-ক্যাডার ঘোষণা করা যায়। নায়েম সংক্রান্ত মামলায় নায়েমের নিয়োগবিধি সংশোধনের পূর্বে সকল নিয়োগ ও পদোন্নতি বন্ধের উপর জারিকৃত স্থগিতাদেশ বহাল রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সংক্রান্ত মামলাটি পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। বিএমটিটিআই এর নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্ট ইনজাংশন জারি করেছে। গ্রেডেশন তালিকার উপর ১০% এ নিয়োগকৃত কর্মকর্তাদের মামলায় শুনানী চলমান রয়েছে। বিভিন্ন মামলায় আইনজীবীকে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে মামলার ফান্ড শূন্য থাকায় সমিতির সাধারণ তহবিল থেকে ধার নিয়ে মামলা পরিচালনা করতে হচ্ছে। তাই অবিলম্বে মামলা ফান্ডে চাঁদা ধার্য করে উত্তোলন করা না হলে অর্থের অভাবে শুনানি পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে''।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:
১) বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির এপর্যন্ত প্রাপ্ত ২০০টি ইউনিট কমিটি সভায় অনুমোদন করা হলো। বাকী সকল কমিটি স্বল্প সময়ের মধ্যে গঠন করার জন্য কলেজসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হবে।
২) ১৭টি জেলা কমিটি অনুমোদন দেয়া হলো। বাকী জেলাগুলোতে নির্ধারিত সময়ে কমিটি গঠিত না হওয়ায় কেন্দ্রীয় কমিটির সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের নির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে সম্মেলন আহ্বান করে আগামী ২০ অক্টোবরের মধ্যে জেলা কমিটি গঠন নিশ্চিত করতে দায়িত্ব প্রদান করা হলো।
৩) যে সকল ইউনিট ও জেলায় কমিটি গঠন করা হয়নি সেগুলোর তালিকা প্রকাশ করা হবে।
৪) ১০% কোটায় নিযুক্ত এবং প্রদর্শক থেকে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের কাছ থেকে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত সমিতির চাঁদা আদায় বন্ধ থাকবে।
৫) ইনসিটু-ওএসডি কর্মকর্তাদের বাড়িভাড়া সংক্রান্ত জটিলতার অবসানে কর্মপন্থা প্রণয়ন ও পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সহ-সভাপতি ড.আ.জ.ম রুহুল কাদীরকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হবে।
৬) শিক্ষাবিদ ইন্সটিটিউটের পরিচালনা পরিষদ গঠন করার জন্য প্রফেসর শাহেদুল খাবির চৌধুরী, জনাব মোঃ শওকত হোসেন মোল্যা, প্রফেসর মোঃ মামুন উল হক, প্রফেসর দবিউর রহমান ও বিপুল চন্দ্র সরকার এর সমন্বয়ে একটি সার্চ কমিটি গঠন হলো। কমিটি দ্রুততম সময়ে শিক্ষাবিদ ইন্সটিটিউটের পরিচালনা পরিষদ গঠন করবে।
৭) দশটি চলমান মামলা পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য সমিতির মামলা তহবিলের জন্য সদস্য প্রতি ৫০০/-(পাঁচ শত) টাকা হারে চাঁদা ধার্য্য করা হবে।
৮) সমিতির কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক স্বতন্ত্র রেজিষ্ট্রার ব্যবহার করে বর্তমান কমিটির হিসাব সংরক্ষণ, বিগত কমিটির সময়কালের জন্য একটি অডিট কমিটি গঠন করে হিসাব হালনাগাদ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

শিক্ষাবিদ ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ, মেহেরবা প্লাজা (১৪শ তলা), ৩৩ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০ ই-মেইল: bcsgea1618@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.bcsgea.org.bd ফোন: ০১৭২০১৬৫৫৫৬ (সভাপতি) ০১৮১৮০৮৪৩৫৪ (মহাসচিব)

৯) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত সাত কলেজের সমস্যা সমাধানের উপায় নিরুপণের জন্য উক্ত কলেজসমূহে কর্মরত সদস্যদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে।

১০) শিক্ষাবিদ ইন্সটিউট এর বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়ে যোগাযোগ করে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানকল্পে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১) আগামী সভায় বিভিন্ন পদে কর্মরত সচিবগণ স্ব স্ব বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করবেন।

১২) বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির একটি ডেস্ক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হবে। সমিতির প্রকাশনা ‘শিক্ষয়িতা’র প্রকাশ পুনরায় শুরু করার বিষয়ে কাজ শুরু করতে হবে।

১৩) অধ্যক্ষ সম্মেলন প্রথমে আঞ্চলিক পর্যায়ে এবং পরবর্তীতে জাতীয় পর্যায়ে করার বিষয়ে মাউশি অধিদপ্তরের সাথে সমন্বিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৪) ৪০ তম ব্যাচের যোগদানের পূর্বে সিঙ্গেল ম্যান ডিপার্টমেন্টে কর্মরত প্রভাষকদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে বদলী ও পদায়নের জন্য মাউশি মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে প্রস্তাব পেশ করতে হবে।

১৪) ৪০তম ব্যাচের যোগদানের বিষয়ে সমিতির প্রস্তাবনা নিয়ে একটি প্রতিনিধিদল মাউশি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে আলোচনা করবেন।

১৫) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করে সমিতির নেতৃত্বে আঞ্চলিক পর্যায়ে সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন শেষে ঢাকায় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা উপমন্ত্রী, সচিব, জাতীয় বিশ্ববিদ্যলয়ের ভিসি, শিক্ষাবিদ, মিডিয়া ব্যক্তিত্বসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে রিপোর্ট উপস্থাপন করা হবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান ও সম্মানিত সদস্যগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

প্রফেসর মোঃ শাহেদুল খবির চৌধুরী
সভাপতি

মোঃ শওকত হোসেন মোল্যা
মহাসচিব

অনুলিপি :

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)।
৩। চেয়ারম্যান, এসনসিটিবি, ডিআইএ এবং সকল শিক্ষা বোর্ড।
৪। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব।
৫। মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব।
৬। প্রচার সচিব (বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রেস রিলিজ আকারে প্রচারের অনুরোধসহ)।
৭। দপ্তর সচিব, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি (সকল ইউনিট ও অধ্যক্ষবৃন্দকে হার্ড ও সফট কপি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
৮। অফিস কপি (নথিতে সংরক্ষণের জন্য)